দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 22 JAN 2014
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২

অষ্টম জাতীয় জাম্বুরি শেষ হচ্ছে আজ ● চ্যাম্পিয়ন গ্রুপ পাবে রানিং শিল্ড

আত্মনির্ভরশীলতার শিক্ষা নিয়ে তাবু ছাড়বে ১৩ হাজার স্কাউট

■ গাজীপুর থেকে ফিরে মাহবুবুর রহমান খোকন

নয় দিনের এই জাম্বুরি থেকে স্কাউটরা যে শিক্ষা পেল তা তাদের পরবর্তী জীবনে যে কতটা কাজে লাগবে। তা এক মাত্র অংশগ্রহণকারীরাই বুঝতে পারবে। বিভিন্ন চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহণ ও নিজের কাজ নিজে করার মাধ্যমে জাম্বুরি থেকে একজন স্কাউট ভীতি ও জড়তা কাটিয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার শিক্ষা পায়।

এই মন্তব্য জাম্বুরিতে অংশগ্রহণ করা নরসিংদীর শহীদ আসাদ স্কুল এন্ড কলেজের গ্রুপ লিডার শিক্ষক পরভীন আক্তারের। এই শিক্ষকের কাছে প্রশ্ন ছিল জাম্বুরি থেকে স্কাউটরা কি শিক্ষা পেল। 'দিন বদলে স্কাউটিং' এই স্লোগান নিয়ে গাজীপুরের মৌচাক জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মনোরম পরিবেশে ১৪ জানুয়ারি শুরু হয় ৮ম জাতীয় স্কাউট জাম্বুরি। জাম্বুরি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের অংশগ্রহণে আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় জাম্বুরি প্রাঙ্গণে সম্পন্ন হবে সমাপনী অনুষ্ঠান। ১২ শত গ্রুপের মধ্য দিয়ে জাম্বুরির সার্বিক কার্যক্রমের মূল্যায়ন করে ১টি গ্রুপকে চ্যাম্পিয়ন নির্বাচন করবে সমাপনী অনুষ্ঠানে। তাদের দেয়া হবে রানিং শিল্ড। পরের বারের জাম্বুরির সময় এই শীল বদল হয়ে চলে যাবে পরবর্তী চ্যাম্পিয়ন গ্রুপের কাছে। এবারই প্রথম রানিং শীল ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ স্কাউটের প্রধান জাতীয় কমিশনার ও জাম্বুরির প্রধান মোঃ আবুল কালাম আজাদ ইত্তেফাককে বলেন, জাম্বুরিতে অংশগ্রহকারী সকল গ্রুপের সার্বিক কার্যক্রমের ওপর মার্কিং করে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে চ্যাম্পিয়ন নির্ধারণ করা হবে। তিনি বলেন, জাম্বুরি একজন স্কাউটকে আত্মনির্ভরশীল, কষ্ট সহিষ্ণু ও পরোপকারী হতে শিক্ষা দেয়।

জাম্বুরিতে অংশগ্রহণকারী ১৩ হাজার স্কাউট প্রতিদিন অংশগ্রহণ করেছে রোমাঞ্চকর সব চ্যালেঞ্জে। এসব কাজ তাদের জন্য দুঃসাহসিক ও কোন কোন ক্ষেত্রে ভীতিকর ও কষ্টদায়ক থাকলেও স্কাউটদের মাঝে ছিল না কোন ক্লান্তি। প্রতি ৪ বছর পর পর আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এ স্কাউট জাম্বুরি মৌচাক জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ জাম্বুরি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে। হিসেব অনুযায়ী পরবর্তী জাম্বুরি অনুষ্ঠিত হবে ২০১৩ সালে।

গতকাল মৌচাক জাম্বুরি ক্যাম্পে গিয়ে দেখা গেছে স্বতঃস্ফূর্ততার মাঝেও স্কাউটদের মনে কিছুটা বিশাদের ছায়া। 'সারা বাংলাদেশ ও দেশের বাইরে থেকে এখানে এসে এই ৯ দিন আমরা মিশেছি বৃহৎ একটি পরিবারের মত। কাল এখান থেকে বিদায় নিতে হবে ভেবেই মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে'। মন খারাপের কারণ জানতে চাইলে বলছিলেন ঝালকাঠি জেলার চামটা বিকে ইউনিয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী ফারজানা আক্তার।